DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

বর্ষ : ১৯ সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫
এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০২৩

ইসলামী আইন ও বিচার

Journal of Islamic Law and Justice

مجلة القانون والقضاء الإسلامي

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৯ সংখ্যা : ৭৪ ও ৭৫

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : এপ্রিল-জুন ও জুলাই-সেপ্টেম্বর : ২০২৩

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অঙ্গসজ্জা : আলমগীর হোসাইন

দাম : ৩০০ টাকা US $ 15

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 300 US $ 15

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান
আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়.....৬

ক্যাশ ওয়াক্ফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন : একটি ফিকহী বিশ্লেষণ ৯
আহমদ আলী

টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নে সুকূকের ব্যবহার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৩১
মোঃ গোলজারে নবী, মোঃ সানাউল্লাহ তালুকদার
ইভান্তা হাসেম কথা, মাশরুরা কবির শায়েবা

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কল্যাণমুখী কার্যক্রম : ক্যাশ ওয়াকফ প্রসঙ্গ ৪৭
মোঃ মাহবুব-উল আলম

বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগ : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ ৬৯
মোঃ হাবীবুর রহমান
এন. এম. শফিউল ইসলাম চৌধুরী

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ ৯৭
মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি ১৩১
মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

ইসলামী ব্যাংকিং-এ সঞ্চয় নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ উপায় ১৫৯
আব্দুল্লাহ মাসুম
ওবায়দুর রহমান হাম্মাদ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পরিপালন : একটি পর্যালোচনা ১৭৭
মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা

ইসলামিক ফিনটেক : ধারণা এবং প্রয়োগ ২১৩
জাহিদুজ্জামান

ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অনন্য পদ্ধতি : একটি পর্যালোচনা ২৫৩
মুহাম্মদ নুরউদ্দিন কাওছার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের বহুল প্রত্যাশিত ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যা (৭৪ ও ৭৫) তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। বিভিন্ন ধাপে যাচাই বাছাইয়ের কয়েকটি স্তর পেরিয়ে এবারের সংখ্যায় ইসলামী ব্যাংকিং এর বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট দশটি প্রবন্ধ চূড়ান্ত হয়েছে।

শুরুতেই স্থান পেয়েছে "ক্যাশ ওয়াক্ফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন: একটি ফিকহী বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ক্যাশ ওয়াক্ফকারীর লভ্যাংশ ভোগ ও মূল টাকা উত্তোলন সম্পর্কে একটি ফিকহী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো, ওয়াক্ফ করার পর ওয়াকফকারী নিজেই যদি অনাকাঙ্খিত দুরবস্থার শিকার হন, তখন প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্যাশ ওয়াকফের মূল টাকার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ হস্তগত করতে পারবেন কি না। 'তুলনামূলক ফিকহী' পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের বরেণ্য আলেমদের গ্রন্থসমূহ থেকে ফিকহী মতামত উপস্থাপন করে নিজস্ব যুক্তিপ্রমাণসহ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্বের দরবারে কোনো দেশের মর্যাদা সমুন্নত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সামাজিক অবকাঠামোর উন্নতি ও টেকসই অর্থনীতি। বাংলাদেশে রাজস্ব ঘাটতি, বিদেশী বিনিয়োগের স্বল্পতা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে কাঙ্খিত মানের টেকসই অর্থনীতি ও সামাজিক অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। "টেকসই উন্নয়ন অর্থায়নে সুকূকের ব্যবহার : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" প্রবন্ধে ইসলামী বিনিয়োগ সনদ 'সুকূক'কে কিভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রবন্ধটিতে সুকূকের বৈশিষ্ট্য, সুকূকের মাধ্যমে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের সম্ভাবনা, সুকূক এর বাজার সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কল্যাণমুখী কার্যক্রমে ক্যাশ ওয়াক্ফের অবদান সংক্রান্ত প্রবন্ধটি। বস্তুত মানবকল্যাণ ও ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই আধুনিক যুগে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয়েছিল। চড়াই উৎরায় পেরিয়ে সফলতার সোপানে পা রেখে অনেক অমুসলিম দেশেও ইসলামী ব্যাংকিং ছড়িয়ে পড়েছে। কল্যাণমুখী এই ব্যাংক ব্যবস্থার মূলে রয়েছে ইসলামী শরীআহ। শরীআহর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে গণমানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ। এরই ধারাবাহিকতায় শরীআহ প্রণয়ন করেছে ওয়াক্ফের বিধান। আবহমানকাল থেকে চলে আসা জনকল্যাণের এই খাতটি উপনিবেশ শাসনামলে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ধীরগতিতে চালু হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক নগদ অর্থ ওয়াক্ফ করার সুযোগ রেখেছে। ব্যাংকিং পরিভাষায় এর নাম 'ক্যাশ ওয়াক্ফ'। ওয়াক্ফকারী ক্যাশ ওয়াক্ফের মাধ্যমে যে কোনো দীনি কল্যাণ ও

সেবামূলক খাতে অবদান রাখতে পারেন। প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক জানতে পারবেন, কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে ক্যাশ ওয়াক্‌ফের ভূমিকা ও পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী অর্থনীতিতে ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক এক ধরনের সরবরাহ চুক্তিকে 'ইসতিজরার' বলা হয়। "বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এ ইসতিজরার বিনিয়োগ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ" প্রবন্ধটিতে ইসতিজরার এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে চার মাযহাবের বিজ্ঞ ফকীহদের মতামত তোলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় ইসতিজরার চুক্তির প্রয়োগ, বিশেষত ইসতিজরারের প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাগণ কী ধরনের চিন্তাভাবনা রাখেন তা সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রবন্ধকার উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। সবশেষে বাংলাদেশে ইসতিজরার বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও এর সমাধান পেশ করে উক্ত প্রবন্ধের উপসংহার টানা হয়েছে।

'কালচার' বা সংস্কৃতি কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। "ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" প্রবন্ধে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আধুনিক কর্পোরেট কালচারের বিভিন্ন স্তরকে নানা আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরী'আহভিত্তিক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী মূল্যবোধ, নীতি-আদর্শ ধারণে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রবন্ধটিতে লেখক আধুনিক কর্পোরেট কালচারের সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্পোরেট কালচারের বিভিন্ন উপাদান, তত্ত্বের সাথে বাস্তবতার ফারাক ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধভিত্তিক কর্পোরেট কালচারকে আরো উন্নত কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত প্রস্তাবনা উত্থাপন করে প্রবন্ধের ইতি টানা হয়েছে।

যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূলস্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা সালাতের সাথেই যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইসলামের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমন্বিত রূপ হলো যাকাত। "ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যাকাত মূল্যায়ন ও হিসাবায়ন পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধে আইনানুগ ব্যক্তি হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর যাকাত প্রদান করতে হবে কিনা, করলে তার নির্ধারণ প্রক্রিয়া ও হিসাবায়ন পদ্ধতি কী হবে-এ নিয়ে শরী'আহভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে পূর্ববর্তী ফকীহগণের মতামত উল্লেখপূর্বক আধুনিক বিভিন্ন ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে রচিত এ প্রবন্ধ পাঠান্তে পাঠক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য হবে কিনা এ ব্যাপারে মুজতাহিদ ফকীহগণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং উক্ত যাকাত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও হিসাবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।

প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে এবং শরীয়াভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ইসলামী ব্যাংকের পথচলা শুরু হয়েছিল। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য শুরুর দিকে কিছু বিষয়ে নমনীয়তা প্রদর্শন করা হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো সঞ্চয় নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি। "ইসলামী ব্যাংকিং-এ সঞ্চয় নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি : সমস্যা ও উত্তরণ উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রচলিত সঞ্চয় পদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য স্বতন্ত্র কিছু সঞ্চয় নীতি ও মুনাফা বণ্টন পদ্ধতির রূপরেখা প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ট্রেডিং হাউজ মডেল, করজ ভিত্তিক সেভিং হাউজ মডেল ও ওয়াকফ হাউজ মডেল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিংব্যবস্থাকে আরও শরী'আহর অনুগামী করতে প্রবন্ধটি চিন্তার খোরাক জোগাবে।

"বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পরিপালন: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে আর্থিক মন্দা মোকাবেলা, টেকসই ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাসেল কমিটির গৃহীত পদক্ষেপ, ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতি ও ব্যাসেল অ্যাকর্ডগুলোর কার্যাবলী মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধে তিনটি ঝুঁকির বিষয়ে ব্যাসেল নীতিমালায় আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ক্রেডিট ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি ও মার্কেট ঝুঁকি। এছাড়াও ব্যাসেল গঠনের প্রেক্ষাপট, 'ব্যাসেল ১,২,৩' এর গুরুত্ব, সুবিধা-অসুবিধা, মানদণ্ড এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোতে 'ব্যাসেল ৩' কতটুকু পরিপালন হচ্ছে- ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

টেকনোলজি বাদ দিয়ে আধুনিক বিশ্বকে কল্পনা করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৌঁছে গেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। বর্তমান অর্থনীতিতে টেকনোলজির অবদান অনস্বীকার্য। ফাইন্যান্স ও টেকনোলজি শব্দের মিথস্ক্রিয়ায় উদ্ভব হয়েছে ফিনটেক শব্দ। টেকনোলজিভিত্তিক পণ্য ও সেবা প্রদানকারী ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস কোম্পানির ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। "ইসলামিক ফিনটেক: ধারণা এবং প্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধে ফিনটেক এবং ইসলামিক ফিনটেকের মূল ধারণা এবং ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা সৃষ্টি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে ফিনটেকের কিছু উদ্ভাবন যেমন ব্লকচেইন, ক্রাউডফান্ডিং, ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো ব্যবহারের নীতিমালা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষে বাংলাদেশে শরীয়াহ্ সম্মত ফিনটেকের ব্যবহারের দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

"ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নের অনন্য পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা" প্রবন্ধটিতে মানবকল্যাণ ও টেকসই উন্নয়নে ইসলামী অর্থব্যবস্থার বহুমুখী নির্দেশনাসমূহ সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও লেখক প্রবন্ধটিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, টেকসই উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের রোডম্যাপ- ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী। প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকগণ উপকৃত হবেন এবং বরাবরের ন্যায় এবারের সংখ্যাটিও সকলের কাছে সমাদৃত হবে বলে আমরা আশা রাখি।

মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক